কালের কণ্ঠ

১২ ১৩
৩ ৭

তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ

প্রাথমিকের প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত কোচিং সেন্টার ও নেপ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সদ্য সমাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে ময়মনসিংহের একটি কোচিং সেন্টার ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেপ) কয়েকজন কর্মকর্তা জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে অধিকতর তদন্ত করে এদের আইনের আওতায় আনা হবে। সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে গতকাল বুধবার এসব তথ্য জানান শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, তদন্ত কমিটি দেশের চারটি জেলায় প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ পেয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে—ঢাকা, খুলনা, নাটোরা ও দিনাজপুর। এসব জেলায় ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ের বেশির ভাগ প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। এর মধ্যে ইংরেজিতে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের সঙ্গে পরীক্ষা হওয়া প্রশ্নের ৮০ শতাংশ এবং বাংলার ৫৫ শতাংশে মিল পাওয়া গেছে। মন্ত্রী এটিকে 'প্রশ্ন ফাঁস' নয় আংশিক মিল হিসেবে অভিহিত করে বলেন, সার্বিক ফলাফলে এর কোনো প্রভাব পড়বে না; এ কারণে পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে না। তবে তিনি জানান, যেসব এলাকায় প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে, সেসব এলাকায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, প্রশ্ন ফাঁস রোধে তদন্ত কমিটি ছয়টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে—প্রশ্ন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, বিতরণ প্রেসের নিরাপত্তা বাড়ানো ও আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থা চালু, প্রশ্নের প্রুফ রিডিং বাতিল, প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও মন্ত্রী জানান।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গত ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হয়। পরীক্ষা শুরুর পর থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। এরপর গত ২৪ নভেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়।